

## 26753 - যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি লাইলাতুল কদরে কী কী ইবাদত করতে পারবেন?

### প্রশ্ন

যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি লাইলাতুল কদরে কী করবেন? তিনি কি ইবাদত বন্দেগীতে মশগুল হয়ে তার সওয়াব বাঢ়াতে পারবেন? যদি উভর হ্যাঁ হয়, তবে এই রাতে তিনি কী কী ইবাদত করতে পারবেন?

### প্রিয় উত্তর

যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি শুধুনামায, রোজা, বাযতুল্লাহ তওয়াফওমসজিদেইতিকাফব্যতীতবাকী সমস্তইবাদত করতেপারেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি রমজানের শেষ দশকে রাত জাগতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত: “শেষ দশক প্রবেশ করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকোমর বেঁধে নামতেন। তিনি নিজে রাত জাগতেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকে জাগিয়েদিতেন।”[সহীহ বুখারী (২০২৪) ও সহীহ মুসলিম (১১৭৪)]

ইহইয়াউল লাইল বা রাত জাগা শুধু নামাযের জন্য বিশিষ্ট নয়, বরং তা সকল ইবাদতের মাধ্যমে হতে পারে। আলেমগণ حَبَّاءُ اللَّيلِ  
কথাটিকে এই অর্থেব্যাখ্যা করেছেন।

ইবনে হাজার বলেছেন: “أَحْيَا لِلَّهِ أَحْيَا” অর্থ-তিনি ইবাদত ও আনুগত্যের মধ্যে রাত জাগতেন।” নববীরাহিমাহল্লাহ বলেছেন: “অর্থাৎ তিনি সালাত ও অন্য ইবাদতের মাধ্যমে গোটা রাত কাটিয়ে দিতেন।”

আউনুল মাবৃদগ্রন্থেবলাহয়েছে: “অর্থনামায, যিকির-আয়কারওকুরআনতিলাওয়াতেরমাধ্যমে (রাত কাটিয়ে দেয়া)।”

লাইলাতুল কদরেবান্দা যে যে ইবাদত করতে পারেন তার মধ্যে কিয়ামুল লাইল (রাতের নামায) সর্বোত্তম। এজন্য নবীসাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায লাইলাতুল কদরে বা ভাগ্য রজনীতেনামায আদায় করবে তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে।”[সহীহ বুখারী (১৯০১) ও সহীহ মুসলিম (৭৬০)]

যেহেতু যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছেতার জন্য নামায আদায় করা নিষিদ্ধ তাই তিনিনামাযব্যতীত অন্য সব ইবাদত করার জন্য রাত জাগতে পারেন। যেমন:

১। কুরআন তেলাওয়াত করা, দেখুন (2564) নং প্রশ্নের উত্তর।

২। যিকির করা। যেমন: সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল হামদু লিল্লাহ ইত্যাদি জপা। সুতরাং যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি বেশী বেশীসুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ আকবার, সুবহানাল্লাহি ওয়াবি হামদিহি ওয়া সুবহানাল্লাহিল আযিম ইত্যাদি জপতে পারেন।

৩। ইস্তিগফার করা: তিনি বেশি বেশি ‘আস্তাগফিরুল্লাহ’(আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি) পাঠ করতে পারেন।

৪। দোয়া করা: তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে বেশি করে দোয়া করতে পারেন এবং তাঁর কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রার্থনা করতে পারেন। দোয়া হল সর্বোত্তম ইবাদতগুলোর অন্যতম। এটা এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ যেনবী সাল্লাল্লাভু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামবলেছেন: “দোয়া ইহল-ইবাদত।”[জামে তিরমিয়ী (২৮৯৫), আলবানী‘সহীহআত-তিরমিয়ী’গত্তে হাদিসটিকেসহীহবলেউল্লেখকরেছেন (২৩৭০)]

যে নারীর মাসিক শুরু হয়েছে তিনি লাইলাতুল ক্ষদরেউল্লেখিত ইবাদতগুলোসহ অন্যান্য ইবাদত পালন করতে পারেন।

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যা পছন্দ করেন ও যাতে সন্তুষ্ট হনআমাদেরকে যেন তা পালন করারতাওফিক দেন এবং আমাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নেন।